ঘ. চিত্র 'খ'-এ প্রদর্শিত তথ্যগুলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলে ধরেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবির অন্যতম কারণ ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য। পাকিস্তানি শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানকে অতি ধূর্ততার সাথে শোষণ করা হয়। শাসন সংক্রান্ত, সামরিক সংক্রান্ত, উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে অবজ্ঞা করা হয়। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ধাঁচের। পূর্ব পাকিস্তানের সমাজকাঠামো ছিল মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণিভিত্তিক, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সমাজকাঠামো ছিল ভূস্বামী, পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিভিত্তিক। একই পাকিস্তানের এ দু'ধরনের সমাজকাঠামোর বিপরীতমুখী গতিধারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি করে। আইয়ুব শাসনামলে এ বৈষম্য ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়। যেমন, ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান লাভ করেছিল মোট বাজেট বরাদ্দের ১১৩ কোটি ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান তখন পেয়েছিল ৫০০ কোটি টাকা। একইভাবে ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬,৪৮০ মিলিয়ন টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা ছিল ২২,২৩০ মিলিয়ন টাকা। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, কৃষিসহ অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হতে কয়েক গুণ পিছিয়ে পড়ে। সুতরাং একথা বলা অমূলক হবে না যে, চিত্রে প্রদর্শিত বৈষম্যের কারণেই ৬ দফা দাবি তোলা হয়েছিল।